MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২০তম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০২২; জানুয়ারি ২০২৩
দাম : দশ টাকা

শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের আত্মপ্রকাশ

প্রগতিশীল ছাত্র জোট ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্যভুক্ত আটটি বামপন্থি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে ছাত্র অধিকার ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তা নিয়ে 'গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট'- এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। গত ৩০ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটে। শিক্ষার উপর শাসকদের অব্যাহত বাণিজ্যিক আক্রমণ প্রতিরোধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা, সন্ত্রাস-দখলদারীত্বের বিরুদ্ধে কার্যকর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে এই জোটের ঘোষণা দেয়া হয়। একই সাথে চলমান আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করবে গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট।

আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ, সাধারণ সম্পাদক শোভন রহমান, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নজির আমিন চৌধুরী জয়, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (মার্কসবাদী)-এর সভাপতি সালমান সিদ্দিকী, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি সাদেকুল ইসলাম সোহেল, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি মিতু সরকার, গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের সভাপতি সায়েদুল হক নিশান, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুনয়ন চাকমা, বিপ্লবী ছাত্র যুব আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তাওফিকা প্রিয়া, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রাজিব কান্তি রায় এবং সাধারণ সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভ।

সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ২০১৪ সালের একতরফা নির্বাচন এবং ২০১৮ সালের ভোট ডাকাতির নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন রয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে শোষণ-লুণ্ঠন, অর্থপাচার, দুর্নীতির মাধ্যমে দেশে এক দুর্বৃত্তের রাজত্ব কায়েম করেছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ নানা কালাকানুন দিয়ে স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা ও বিরোধী মত দমন করছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি আক্রমণ, মিছিলে প্রকাশ্য গুলি করে হত্যাসহ, গুম-খুনের মাধ্যমে দেশে ফ্যাসিবাদী শাসন দীর্ঘায়িত করে চলছে। প্রতিনিয়ত বাড়ছে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম। দেশে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা একদলীয় ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনে জনজীবনে নেমে এসেছে সীমাহীন দুর্ভোগ আর শাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। আওয়ামী উন্নয়নের স্লোগান পরিণত হয়েছে ফাঁপা বুলিতে। আওয়ামী লীগ শাসনের ১৪ বছরে

গ্যাসের দাম বাড়িছে আড়াই গুণ, বিদ্যুতের দাম বড়িয়েছে দুই গুণ, ৭ বার বড়িয়েছে জ্বালানি তেলের দাম, ওয়াসার পানির দাম বাড়িয়েছে ১৩ বার, বাড়িয়েছে সারের দাম। মানুষের আয় বাড়েনি কিন্তু ব্যয় বাড়ছে প্রতিনিয়ত।

আরও বলা হয়, শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি আরও খারাপ। ক্রমাগত বাড়ানো হচ্ছে শিক্ষা ব্যয়। শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও শিক্ষা সংকোচন নীতি বেপরোয়া গতিতে এগিয়ে নিচ্ছে সরকার। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাসী তাণ্ডব চালাচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষও সরাসরি সরকারের আজ্ঞাবাহীতে পরিণত হয়েছে। প্রশাসনিক মদদে টর্চার সেল প্রতিষ্ঠা করে সিট বণ্টন-বাণিজ্যসহ গণরুম-গেস্টরুম পরিচালনা করে গোটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একক আধিপত্য-সন্ত্রাস কায়েম করেছে ছাত্রলীগ।

'টাকা যার শিক্ষা তার' এই নীতিতে চলছে শিক্ষাব্যবস্থা। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২০ এর মাধ্যমে শিক্ষাকে আরও বাণিজ্যিক ও সংকুচিত করে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। প্রাথমিকেই আরও ব্যাপক সংখ্যায় শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ হবে এই শিক্ষাক্রম। বিজ্ঞান শিক্ষাকে সংকোচিত করে তথাকথিত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী একদল টেকনোক্রেট তৈরির নীলনকশা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হবে। করোনা মহামারির সময়ে লাখ লাখ শিক্ষার্থী পরিবারিক অভাব অনটনের কারণে কাজের সাথে যুক্ত হয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী বেতন-ফি দিতে না পারায় ঝরে পড়েছে। সেসময় সরকার বড় বড় ব্যবসায়ীদের বিপুল অর্থ প্রণোদনা দিলেও শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ইতিমধ্যে কাগজ ও শিক্ষা উপকরণের মূল্য মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। যা সারাদেশের দরিদ্র-মধ্যবিত্ত শ্রেণির লাখ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষার উপর একটা বিরাট আক্রমণ। ক্ষমতায় টিকে থাকতে হেফাজতে ইসলামসহ মৌলবাদী শক্তির সাথে আঁতাত করে পাঠ্য পুস্তকে ছড়ানো হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে ইউজিসি'র ২০ বছর মেয়াদি কৌশলপত্র বাস্তবায়ন করা হচ্ছে (সাম্প্রতিক সময়ে এর মেয়াদ চার বছর বাড়িয়ে ২০৩০ সাল পর্যন্ত করা হয়েছে)। কৌশলপত্রের অংশ হিসেবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পিপিপি- হেকেপ চালুর মধ্য দিয়ে বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। ক্রমাগত ফি বৃদ্ধি, বেসরকারি শিক্ষা খাতে কর আরোপ, উচ্চ শিক্ষা সংকোচন, ভর্তি বাণিজ্য সবই চলছে বেশ জোরে শোরেই।

এ অঞ্চলে বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার মানুষ একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামসহ পাহাড় কিংবা সমতলে বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার মানুষের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, ভূমির অধিকার কিংবা সংস্কৃতি-ঐতিহ্য, কৃষ্টি সংরক্ষণের অধিকার আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১১ দফা নির্দেশনার মাধ্যমে কার্যত পাহাড়ে অঘোষিত সেনাশাসন জারি রেখেছে। পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি ব্যবস্থাপনাকে অস্বীকার করে বংশ পরম্পরায় ভোগদখলীয় জমি বেদখল এবং বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। নির্বিচারে নারী ধর্ষণ-নির্যাতন, অগ্নি সংযোগ-লুণ্ঠন চলছে।

কৃষক তার ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। দিন দিন তারা সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। স্বাধীনতার এত বছর পরেও শ্রমিকদের জন্য জাতীয় কোন নূন্যতম মজুরি আইন নেই। অন্যদিকে বিগত ১৪ বছরের আওয়ামী লীগ শাসনামলে মেগা প্রজেক্টের আড়ালে মেগা দুর্নীতির সমারোহ চলছে। প্রতিবছর দেশ থেকে প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার, ঋণখেলাপিদের কোটি কোটি টাকার ঋণ মওকুফ, দেশের সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া খুব সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ঘরে কিংবা বাইরে নারী ও শিশু ধর্ষণ-নির্যাতনের মাত্রা ভয়ংকরভাবে বেড়েই চলেছে। এই রাষ্ট্র নারীর জন্য কোনো সুরক্ষার ব্যবস্থা করেনি বরং প্রণয়ন করেছে নারী স্বার্থ বিরোধী নানা আইন। গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়, গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট শিক্ষার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা এবং শিক্ষার্থীদের ন্যায়সঙ্গত দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলবে, আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনজীবনের সমস্যা সংকট নিরসনে এবং জাতীয় সম্পদ রক্ষায় আন্দোলন গড়ে তুলবে, শ্রমিক-কৃষক, মেহনতি ও নিপীড়িত জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ভূমিকা পালন করবে, সারাবিশ্বে নিপীড়িত মুক্তিকামী মানুষের গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে সমর্থন জানাবে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করবে।

গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের পক্ষ থেকে এই মুহূর্তের আশু করণীয় হিসেবে ১৩ দফা দাবিনামা ঘোষণা করা হয়, যা হলো–

১. আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে।
২. সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, গণতান্ত্রিক একই ধারার শিক্ষানীতি প্রণয়ন কর। শিক্ষার বাণিজিকীকরণ-বেসরকারিকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ ও শিক্ষা সংকোচন নীতি বাতিল কর। জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২০ বাতিল কর।
৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হলে সিট বণ্টন করতে হবে। গণরুম ও গেস্টরুম বন্ধ করতে হবে। ডাকসুসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিতে হবে।
৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে হবে। পদাধিকারবলে রাষ্ট্রীয় প্রধান আচার্য এই বিধান বাতিল করে বরেণ্য ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য শিক্ষাবিদকে আচার্য হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। ইউজিসি'র কৌশলপত্র, হেকেপ, পিপিপিসহ বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর পরামর্শে চালু সকল শিক্ষাধ্বংসী প্রকল্প বাতিল কর।

৫. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর আরোপ করা চলবে না। বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন-ফি কমাও এবং অভিন্ন নীতিমালা ও বেতন কাঠামো নির্ধারণ কর।

৬. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাবি অধিভুক্ত কলেজসমূহে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, ক্লাসরুম ও স্বতন্ত্র পরীক্ষা হল নির্মাণ করে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা কর।

৭. শিক্ষাখাতে জাতীয় বাজেটের ২৫% বরাদ্দ কর। পাঠ্যসূচি থেকে ইতিহাস বিকৃতি ও প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক উপাদান বাতিল কর। পাঠ্যপুস্তকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস ও সংগ্রামীদের জীবনী অন্তর্ভুক্ত কর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উগ্রজাতীয়তাবাদী শপথ বাক্য পাঠের আদেশ বাতিল কর।

৮. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ওটিটি নিয়ন্ত্রণ নীতিমালাসহ সকল গণবিরোধী ও অগণতান্ত্রিক আইন বাতিল কর। গণতান্ত্রিক অধিকার ও মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত কর। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি আক্রমণ বন্ধ কর। রাষ্ট্রীয়ভাবে গুম-খুন, নির্যাতন ও বিনা বিচারে হত্যা বন্ধ কর। সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি দাও।

৯. পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা শাসন বন্ধ কর ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত কর। সকল জাতিসত্ত্বার সাংবিধানিক স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিত কর। ধর্মীয়, জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন বন্ধ কর এবং রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বন্ধ কর।

১০. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ প্রাণ-প্রকৃতিবিনাশী লুটপাটের মেগাপ্রজক্ট বাতিল কর। প্রকৃতি ও পরিবেশবান্ধব প্রকল্প বাস্তবায়নের নীতিমালা গ্রহণ কর। সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী দেশসমূহের সাথে সম্পাদিত জনস্বার্থবিরোধী সকল চুক্তি বাতিল ও জাতীয় সম্পদে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা কর।

১১. দ্রব্যমূলের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে। সকল নাগরিকের জন্য রেশন কার্ড প্রবর্তন ও সারাদেশে ন্যায্যমূল্যের পর্যাপ্ত দোকান খুলতে হবে।

১২. শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও কৃষকের উৎপাদিত ফসলের লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করতে হবে। কৃষিসহ সেবাখাতে রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি তুলে নেয়ার পরিকল্পনা বাতিল কর। দুর্নীতি, অর্থপাচার ও লুটপাটের জন্য দায়ীদের তালিকা প্রকাশ কর এবং শাস্তি দাও। তেল-গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ কর।

১৩. নারী স্বার্থবিরোধী আইন বাতিল কর, ঘরে-বাইরে নারী নির্যাতন বন্ধ কর। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন বিরোধী সেল কার্যকর কর।